মাসিক

সমন্বিত কৃষি বার্তা

COAST Foundation

48 Zg msL¨v
9g el©

Rvbyqvix 2022
‡cŠl-gvN 1428

উপকূলীয় সমন্বিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি (সাইটেপ) ২০০৩ সাল থেকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে উপকারভোগীদের Poultry & Live-stock খাতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে আসছে। ক্ষুদ্র ঋন গ্রহীতারা সাধারনত কৃষি কাজ ও গবাদি পশু-পাখি পালনের সাথে সম্পৃক্ত। উপকারভোগীরা ঋনের বড় একটি অংশ (৭০%) বিনিয়োগ করেন কৃষি ও গবাদি পশু-পাখি পালন খাতে। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গবাদি পশু-পাখি রক্ষা এবং জাত উন্নয়নের জন্য কোস্ট ফাউন্ডেশন মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীদের গবাদি পশু-পাখি বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদান, উপকরন সহায়তা, টিকা কার্যক্রম, কৃমিনাশক সেবন ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছে।

K‡ivbvq eÜ n‡q hvIqv gyiMxi Lvgvi cÖYv`bvq ïiæ Ki‡jb dv‡Zgv ‡eMg||

বিশ্বব্যাপী করোনার দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব মোকাবেলায় কয়েক দফার লকডাউন দিতে হয়েছে সরকারকে। ফলে বিয়ে বা বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান একেবারেই কমে গিয়েছিল। যা হয়েছিল সীমিত

> গত বছর করোনায় লকডাউনের কারনে চট্টগ্রামের গুনাগরির ফাতেমাতুজ জোহরার খামারের প্রায় দেড় হাজার মুরগী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় সমস্যার কারনে পোল্ট্রি খাদ্য ও মুরগী বিক্রয় না করতে পারায় বন্ধ হয়ে যায় খামারটি। প্রণোদনা ঋন পেয়ে পুনরায় চালু করেন খামার।

পরিসরে লুকুচুরি করে। এতে মুরগীর বাজারের চাহিদা আশংকাজনকভাবে কমে গিয়েছিল। তথ্য সুত্রে জানা যায় করোনাকালে পোল্ট্রি শিল্পে ক্ষতি পরিমান প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা। সেক্টরের অভিজ্ঞরা বলেছেন বন্ধ হওয়া খামার সচল করতে সরকারকে উদ্যেগ নেওয়ার কথা বলেন সংশ্লিষ্টরা। তা না হলে স্বাভাবিক অবস্থায় মুরগী ও ডিমের চাহিদা মেটাতে হিমশিম খেতে হবে। পোল্ট্রি শিল্প সহ করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ শিল্প পুনুরুদ্ধারে বিশেষ সহায়তা ঋণ চালু করেছেন সরকার। এরই অংশ হিসাবে কোস্ট ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ হিসাবে চট্টগ্রামের গুনাগরি শাখার

ফাতেমাতুজ জোহরাকে ৬০ হাজার টাকা বিশেষ ঋণ সহায়ত দেওয়া হয়। নিজের ১২ হাজার টাকা সহ মোট ৭২ হাজার টাকায় পুনরায় খামারটি চালু করেন এই নারী উদ্যোক্তা। বর্তমানে তার খামারে এক হাজার পাঁচশত মুরগী রয়েছে। তিনি আশাবাদ ব্যাক্ত করেন যদি কোন মহামারী না আসে তা হলে বছরান্তে এ ক্ষতি পোষাতে পারবেন।

‡UKwbK¨vj Rbe‡ji Afv‡e Kwl.I cÖwb m¤ú` ‡mev evavMÖ¯Í, ‡jvKej evov‡bvi mycwik DcKvi‡fvMx‡`i||

সমিতির সভাপতি সুরমা বেগম বলেন আগে সমিতিতে প্রতি মাসে একবার করে সংস্থার হাঁস-মুরগীর ডাক্তার আসত, অসুস্থ্য হাঁস-মুরগী, গরু ও চাগলের চিকিৎসা করত ও টিকা দিত। তখন হাঁস মুরগী মারা যেত কম। এখন তিন চার মাস পর ডাক্তার আসে, সেবা পেতে দেরী হয়, এই বছর অনেক হাঁস-মুরগী মারা

গেছে। গত ২২ ডিসেম্বর ভোলার পশ্চিম বাপ্তার নবজাগরন সমিতির উঠান বৈঠকে সদস্যরা এ কথাগুলো বলেন।

> ভোলার পশ্চিম বাপ্তার নবজাগরন সমিতির সভাপতি সুরমা বেগম জানান, রোগ বালাইয়ে অনেক হাঁস-মুরগী মারা গেছে। আগে সংস্থার ডাক্তার নিয়মিত চিকিৎসা দিলেও এখন বিলম্ব হচ্ছে। সেবা বাড়াতে লোকবল বাড়ানোর সুপারিশ

উল্লেখ্য ২০০৩ সাল থেকে শুরু হওয়া এমএফটিএস এবং ২০১৩ সালে উজ্জীবিত কর্মসুচিতে ভোলা জেলায় ১৫ জন টেকনিক্যাল কর্মী কৃষি ও প্রানি সম্পদ সেবায় নিয়োজিত ছিল। ২০১৯ সালে উজ্জীবিত কর্মসুচি শেষ হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে মাত্র তিন জন কর্মী দ্বারা ১০৭ টি শাখায় এ সেবা দেওয়া হচ্ছে। মুলত কম লোকবলের কারনে আগের মত সেবা সম্ভব হচ্ছে না। সমস্যা সমাধানে উপকাভোগীদের সুপারিশ ম্যানেজমেন্টকে জানানো হবে।

m¤úv`Kxq

সমন্বিত কৃষি বার্তা প্রকাশে যারা লেখা পাঠিয়ে এবং অন্যান্যভাবে সহযোগীতা করেছেন কর্মসুচির পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। যোগাযোগ: +8801713-367416 B‡gBj: mizan@coastbd.net